দুষ্টের ভয়ঙ্কর পরিণতি

ইয়োব ১৮:১-২১

ইয়োবের মুখ থেকে (১৬, ১৭ অধ্যায়) ইলীফসের দ্বিতীয় বক্তৃতার (১৫) উত্তর শোনার পর বিল্‌দদ পুনরায় ইয়োবকে শিক্ষা দেবার গুরু দায়িত্ব ১৮ অধ্যায়ে গ্রহণ করেছে। ইলীফসের ন্যায় বিল্‌দদের প্রথম বক্তৃতা ছিল ঈশ্বরের বৈশিষ্ট কেন্দ্রিক; কিন্তু তার দ্বিতীয় বক্তৃতায় দুষ্টদের পরিণতিই তুলে ধরা হয়েছে; কারণ সে ইয়োবকেও দুষ্টদের মধ্যে একজন গণ্য করে। ইলীফস ও সোফরের মতো বিল্‌দদও বিশ্বাস করে যে, ইয়োব তার নিজের জীবনের কোনও মারাত্মক পাপের কারণে এমন দুর্দশা ভোগ করছে। বিল্‌দদের চিন্তা হল, *"কোনও ধার্মিক ব্যক্তি কখনও ইয়োবের মতো দুর্দশা ভোগ করতে পারে না। কারণ ঈশ্বর তা কখনও অনুমোদন করতে পারেন না। যেহেতু, ধার্মিকদের প্রতি কখনও এমন বিপত্তি ঘটে না; অতএব, ইয়োব মারাত্মক অপরাধে অপরাধী।"* তাই, বিল্‌দদের সমস্ত বক্তব্যকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যায়, *"ইয়োব, তোমার যা প্রাপ্য ছিল, তুমি তা-ই পেয়েছ।"* অর্থাৎ, ইয়োবের এই তিন বন্ধুর মূল বক্তব্য হল, ইয়োব তার জীবনের পাপের কারণেই এই সমস্ত দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে।

আমরা যারা ক্রুশের এপারের অধিবাসী, আমাদের জ্ঞান কিন্তু অন্য কথা বলে। আমরা যীশুকে দেখেছি, ***"যিনি পাপ জানেন নাই, ঈশ্বর তাঁকে আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা স্বরূপ হই"*** (২করি ৫:২১)। আমরা আরও জানি, ***"তিনি ভালো মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য উদিত করেন, এবং ধার্মিক অধার্মিকদের উপরে জল বর্ষান"*** (মথি ৫:৪৫)। তাই, তিনি যেমন আমাদের প্রত্যেকের প্রতি আশীর্বাদ পাঠান, ঠিক তেমনই দুর্দশাকে প্রত্যেক দরজায় কড়া নাড়তেও তিনি অনুমতি দিয়ে থাকেন। ঈশ্বরের নাম ধন্য। ধার্মিকদের প্রতিও দুর্দশা ঘটে- কেউই ব্যতিক্রম নয়।

১৮ অধ্যায়ে, বিল্‌দদের বক্তব্যে দুটি প্রধান ভাগ আমাদের চোখে পড়ে: **ইয়োবের বিরুদ্ধে অভিযোগ** (২-৪ পদ), এবং **দুষ্টদের মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা** (৫-২১)। ইয়োবের উত্তর ও সেই উত্তর দানের মনোভাব দেখে বিল্‌দদ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তাই দুষ্টদের জন্য কী প্রকার ভয়ঙ্কর বিষয় অপেক্ষা করে আছে, সে তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। বিল্‌দদ তার প্রথম বক্তৃতায় যদিও ইয়োবের পরিস্থিতির পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা বলেছিল, সে তার দ্বিতীয় বক্তৃতায় কিন্তু একবারের জন্যও সেই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেনি। সে ইয়োবের জন্য কোনও আশার কথাও বলেনি।

১। ইয়োবের বিরুদ্ধে অভিযোগ (২-৪)

২ পদে বিল্‌দদ ইয়োবকে প্রশ্ন করেছে, ***"আর কত কাল কথা ধরতে জাল পাতবে?"*** অর্থাৎ, ইয়োব আর কতকাল এইভাবে মুখ বন্ধ না করে ক্রমশ বকবক করবে? এই কথার দ্বারা বিল্‌দদ ইয়োবকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করেছে। কারণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানত কখন বক্তৃতা শেষ করতে হয়। তাই, ইয়োবের প্রতি বিল্‌দদের উপদেশ হল, ***"বিবেচনা কর, পরে আমরা উত্তর দেব।"*** এখানে 'বিবেচনা' করার অর্থ, প্রাথমিক জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া। অর্থাৎ, বিল্‌দদের চিন্তায় ইয়োব তার বন্ধুদের প্রতি প্রত্যুত্তরে সামান্য জ্ঞানেরও পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই, এমন ব্যক্তিকে কোনও ভালো কথা বলা অসম্ভব।

৩ পদে বিল্‌দদের চিন্তায় ইয়োব তার বন্ধুদের নির্বোধ জ্ঞান করেছে, ***"আমরা কী কারণে <u>পশুবৎ</u> গণিত হয়েছি, তোমার দৃষ্টিতে <u>অশুচি (বোবা)</u> হয়েছি?"*** গীতসংহিতা ৭৩:২২ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"আমি মূর্খ ও অজ্ঞান, তোমার কাছে <u>পশুবৎ</u> ছিলাম।"*** অর্থাৎ, ইয়োবের কথার ধরণ দেখে বিল্‌দদের মনে হয়েছে যে, ইয়োব তাদের মানুষ জ্ঞান করেনি, বুদ্ধিহীন পশু জ্ঞান করেছে।

৪ পদে, বিল্‌দদ ইয়োবকে বলেছে, ***"তুমি তো ক্রোধে নিজেকে বিদীর্ণ করেছ।"*** অর্থাৎ, ঈশ্বরের বিচারের বিরুদ্ধে চিৎকার করতে গিয়ে ইয়োব নিজের কষ্ট ক্রমশ বৃদ্ধি করে চলেছে। এর আগে ইয়োব ঈশ্বরের বিরুদ্ধে

অভিযোগ করে বলেছিল, *"তিনি (ঈশ্বর) ক্রোধে আমাকে বিদীর্ণ করেছেন, ও আমাকে তাড়না করেছেন"* (১৬:৯)। ইয়োবের এই কথার প্রত্যুত্তরে বিল্‌দদের কথা হল, ঈশ্বর নয়, ইয়োবই ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে পশুর ন্যায় আচরণ করছে।

তাই, বিল্‌দদের প্রশ্ন, *"তোমার জন্য কি পৃথিবী ত্যাগ করা যাবে?"* (৪খ)। এই কথার অর্থ, পৃথিবী ইয়োবের চারদিকে ঘোরে না, পৃথিবী নিজের গতিপথ মেনেই চলে, এবং আমরা কেউ-ই পৃথিবীর গতিপথের কেন্দ্রে অবস্থান করি না। অর্থাৎ, আমাদের প্রয়োজন বাস্তবকে স্বীকার করা। আমরা যখন আমাদের নিজেদের পরিস্থিতির কারণে পার্থিব পরিবর্তন কামনা করি, তার দ্বারা আমরা বাস্তবকেই অস্বীকার করি। ৪ পদের শেষাংশে বিল্‌দদ প্রশ্ন করেছে, *"শৈলকে কি স্বস্থান থেকে সরান যাবে?"* এই প্রশ্ন ও আগের প্রশ্নের মধ্যে নেতিবাচক উত্তর লুকিয়ে আছে। না, পৃথিবীর গতিপথ পরিবর্তন করা যাবে না, বা শৈলকেও তার নিজের স্থান থেকে সরানো যাবে না। এই কথার দ্বারা বিল্‌দদ ইয়োবকে বাস্তব পরিস্থিতিকে স্বীকার করতে বলেছে।

২। দুষ্টদের মারাত্মক পরিণতি (৫-২১)

ইয়োবের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা শেষ করে, বিল্‌দদ এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে দুষ্টদের মারাত্মক পরিণতি বর্ণনা করে ইয়োবকে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে প্রবৃত্তি দিতে চেয়েছে। বিল্‌দদের এই বর্ণনানুসারে, দুষ্ট প্রথমে তার পাপ কাজে ধরা পড়ে (৬-১০ পদ), তারপর ঘোর বিপর্যয় তার জীবনকে গ্রাস করে এবং তার সমস্ত ব্যক্তি ও সম্পত্তিকে ধ্বংস করে (১১-২০)। সংক্ষেপে, এই হল সেই সমস্ত দুষ্টের পরিণতি বা দশা, যারা ঈশ্বরকে জানে না (২১ পদ)।

এর আগে, ইয়োব ১৬:১১ পদে বলেছিল যে, *"ঈশ্বর আমাকে অন্যায়ীর কাছে সমর্পণ করেছেন, আমাকে দুষ্টদের হাতে ফেলে দিয়েছেন।"* সেই কথাকে ধরে বিল্‌দদ ইয়োবকে উত্তর দিচ্ছে যে, "হ্যাঁ, তিনি তা করেছেন; কারণ, তিনি অন্যায়ের প্রতিকার করেন এবং যে অন্যায় করে, তাকে তিনি সমুচিত প্রতিফল বা প্রতিদান *(retribution)* দিয়ে থাকেন।"

তাই, দুষ্টদের প্রতি কী কী ঘটবে, বিল্‌দদ তার এক লম্বা ফর্দ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে। এই লম্বা ফর্দে মূলত ৪টি বিষয়ের দ্বারা দুষ্টের মারাত্মক পরিণতিকে তুলে ধরা হয়েছে। (ক) নিভে যাওয়া আলোর ন্যায় পরিণতি (৫-৬); (খ) ফাঁদে ধরা পড়া প্রাণীর ন্যায় পরিণতি (৭-১০); (গ) গ্রেপ্তারের জন্য তাড়া করা হচ্ছে, এমন অপরাধীর ন্যায় পরিণতি (১১-১৫); এবং (ঘ) শিকড় সমেত তুলে ফেলা গাছের ন্যায় পরিণতি (১৬-২১)।

দুষ্টদের মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিল্‌দদ এই ফর্দটি দিয়েছেন, তা এইরূপ:

ক) নিভে যাওয়া আলোর ন্যায় পরিণতি (৫-৬)

৫পদ ১) দুষ্টদের আলো বেশিদিন জ্বলে না
(হিতোপদেশ ১৩:৯; ২০:২০; ২৪:২০)
২) অগ্নিশিখা আলো দানে বিরত হয়

৬পদ ৩) তার তাম্বুর ভিতরের আলো নিভে যায়, তাম্বুতে অন্ধকার নেমে আসে
৪) তার পাশের প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়

খ) ফাঁদে ধরা পড়া প্রাণীর ন্যায় পরিণতি (৭-১০)

৭ পদ ৫) যার যাত্রা পথ সহজ হওয়ায়, প্রথমে সে তাড়াতাড়ি এগোয়,
কিন্তু হঠাৎ তাকে থামতে হয়
৬) সে তার নিজের জ্ঞানেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে

৮পদ ৭) তার পথে **জাল** পাতা হয়েছে
৮) সে নিজে **ফাঁশ-কলের** মধ্যে দিয়ে যায়

৯পদ ৯) তার পাদমূল **পাশে** বদ্ধ হয়
১০) **ফাঁদে** আটক হয়ে তার গতি রুদ্ধ হয়

১০পদ ১১) তার জন্য মাটিতে **ফাঁশ** লুকিয়ে রাখা হয়েছে
১২) তার চলার পথে **কল** পাতা হয়েছে

গ) গ্রেপ্তারের জন্য তাড়া করা হচ্ছে, এমন অপরাধীর ন্যায় পরিণতি (১১-১৫)

১১পদ ১৩) তার চারিদিকে ভয় ছড়িয়ে আছে, সে নিশ্চিন্তে বসতে পর্যন্ত পারে না
১৪) পদে পদে তাড়না তাকে অনুসরণ করবে

১২পদ ১৫) না খেতে পেয়ে, সে শক্তি হারাবে
১৬) বিপদ ও বিপর্যয় সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে

১৩পদ ১৭) তার সর্বাঙ্গ রোগে পূর্ণ হবে
১৮) মহামারী তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কুরে কুরে খায় ও
মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ তনয় তার অপেক্ষা করে

১৪পদ ১৯) সে তার নিজের নিরাপদ গৃহে বসবাস করতে পারে না

২০) **ত্রাশ-রাজার** সামনে সে দাঁড়াতে বাধ্য হয়

১৫পদ ২১) সে যখন নিজের তাম্বু থেকে বিতাড়িত,
তখন তার তাম্বুতে অন্য লোকের ঘাঁটি করে
২২) তার বাসস্থানে গন্ধক ছড়ানো হবে,
যা তার ক্ষেত্রকে পতিত ভূমিতে রূপান্তরিত করবে

ঘ) শিকরসমেত তুলে ফেলা গাছের ন্যায় পরিণতি (১৬-২০)

১৬পদ ২৩) গাছের ন্যায় তার মূল শুকিয়ে যাবে
২৪) তার শাখাসকল বিবর্ণ হয়ে যাবে,
পুনরায় সজীব হবার কোনও আশা নেই(/১৪:৭-৯)

১৭পদ ২৫) পৃথিবী থেকে তার স্মৃতি মুছে যাবে (হিতো ১০:৭)
২৬) তার মৃত্যুর পর, যখন অন্যদের মনে করা হবে,
তখন কেউ তার নাম স্মরণ করবে না

১৮পদ ২৭) আলো থেকে দূরে করে, তাকে অন্ধকারের কারাকূপে আবদ্ধ করা হবে
২৮) সে কয়িনের ন্যায় সমস্ত জগতের দ্বারা বিতাড়িত হবে
(আদি ৪:১২-১৪)

১৯পদ ২৯) তার নাম বহনের জন্য কোনও সন্তান অবশিষ্ট থাকবে না
৩০) তার বাসস্থানে কোনও আত্মীয়-স্বজনও অবশিষ্ট থাকবে না

২০পদ ৩১) পশ্চিম দেশের লোকেরা তার কথা শুনে স্তম্ভিত হবে
৩২) পূর্ব দেশের লোকেরা তার কথা শুনে আতঙ্কিত হবে।

এই ভাবে, বিল্‌দদ ইয়োবের জন্য দুষ্টের ভয়ঙ্কর পরিণতি বর্ণনা করেছে। এই বর্ণনা যখন আমরা পাঠ করি, তখন আমরা আতঙ্কিত হতে বাধ্য হই। একথা খুবই স্পষ্ট যে, এই বর্ণনার সঙ্গে বিল্‌দদ ইয়োবের বর্তমান পরিস্থিতির মিল পেয়েছে। কারণ, ইয়োবও ভয়ে কুঁকড়ে গেছে ও তার সন্তানদের হারিয়েছে। কিন্তু, এই বক্তৃতার দ্বারা বিল্‌দদ ইয়োবকে বোঝাতে চেয়েছে যে, ইয়োব যদিও এখন খুব কষ্ট পাচ্ছে, ঠিক কথা, কিন্তু সে যে পথে চলেছে, সে পথে তার জন্য এখনও অনেক মারাত্মক পরিণতি অপেক্ষা করে আছে। এর দ্বারা হয়ত বিল্‌দদ চেয়েছে যে, ইয়োব নিজের অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হবে। যদিও বিল্‌দদ এই বক্তৃতায় অনুতাপ করার জন্য ইয়োবকে কোনও আর্জি জানায়নি। হয়ত বিল্‌দদ ধরে নিয়েছে যে, ইয়োবের পরিস্থিতির পরিবর্তন অসম্ভব। তাই, সে এটা তার কর্তব্য জ্ঞান করেছে যে, যারা ঈশ্বরকে জানে না, তাদের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্বন্ধে ইয়োবকে অবগত করা।

এখন, দুষ্টদের পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে, বিল্‌দদ যে সমস্ত কথা বলেছে, তার সত্যতা ইয়োবও স্বীকার করে। কিন্তু ইয়োব এ কথাও জানে যে, সে কোনও নির্দিষ্ট অপরাধের কারণে এই দুর্দশা ভোগ করছে না। ইয়োব কখনও ঈশ্বরের কাছ থেকে মুখ ফেরায়নি। সে ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রেখেছে বা আবেদন করেছে, ঠিক কথা, কিন্তু কখনও ঈশ্বরকে অস্বীকার করেনি। যাকোবও তাই ইয়োবের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছে, ***"দেখ যারা স্থির আছে, তাদের আমরা ধন্য বলি। তোমরা ইয়োবের ধৈর্যের কথা শুনেছ; প্রভুর পরিণামও দেখেছ, ফলতঃ প্রভু স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়"*** (যাকোব ৫:১১)।

দুষ্টদের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্বন্ধে বিল্‌দদ যে বর্ণনা দিয়েছে, তা সাধারণ অর্থে সত্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ধার্মিকেরা এই সমস্ত দুর্দশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী আমাদেরও ইয়োবের ন্যায় দুর্দশার সম্মুখীন করতে পারেন। আমরা তাঁর ইচ্ছার প্রতিরোধ করতে পারি না। **নিজের স্বার্থসিদ্ধি তথা মুনাফা লাভের ধান্ধায় ঈশ্বর-বিশ্বাসকে হাতিয়ার করা নয়, ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্মরণ ও বিশ্বাস করে, আমরা যেন তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে, প্রকৃত বিশ্বাসের পরিচয় রাখি। আমেন্।**